পুংসাং পরোধর্ম্মঃ”—এইশ্লোকে ভগবদর্পিত কর্ম্ম হইতেই শ্রীভগবদ্ভক্তিতে রুচির আবির্ভাব হইয়া থাকে—এই প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সেই ভক্তিযোগটিও যে সর্ব্ববেদ সিদ্ধ, ইহাই বলিতেছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা নির্ব্বিকার চিত্তে নিজের বিচারশক্তির প্রভাবে সমস্ত বেদ তিনবার অনুশীলন করিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে—যাহা হইতে আত্মা শ্রীহরিতে প্রীতির আবির্ভাব হয়, সেইটিই জীবের মুখ্য-কর্ত্তব্য। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ২৯ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা কূটস্থঃ নির্ব্বিকার একাগ্রচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ ত্রিস্ত্রীন্ বারান্, কার্ৎস্নেন সাকল্যেন, ব্রহ্ম বেদমনীক্ষ্য বিচার্য্য, যত আত্মনি হরৌ রতির্ভবেত্তদেব ভক্তিযোগাখ্যং বস্তু মনীষয়া অধ্যবস্যৎ নিশ্চিতবান্। অত্রাপ্যুপসংহারানুরোধেন আত্মশব্দস্য হরি-বাচকতা। নিরুক্তঞ্চ আততত্বাচ্চমাতৃত্বাদাত্মা হি পরমোহহরিরিতি। অথবা ভগবান্ স্বপ্রকাশ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণঃ পরমেশ্বরোঽপি সর্ব্ববেদাভিধেয়সারাকর্ষণলীলার্থ-মনীক্ষ্য তত্র শাস্ত্রবিদন্তরানামীক্ষণমনুকৃত্য। অনন্ত বৈকুণ্ঠ বৈভবাদিময়ানামনন্ত-বিরিঞ্চ পাঠ্যভেদানাম্ বেদানাম্ তদপেক্ষণঞ্চ তেনৈব সম্ভবতীত্যাহ, কূটস্থ একরূপতয়ৈব কালব্যাপীতি। অতএব উক্তং স্বয়মেব—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ংলোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চনেতি ॥

তথৈব যচ্ছ্রোতব্য ইত্যাদিনা প্রশ্নস্যোত্তরত্বেনোপসংহরতি—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥ ৩০ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা। কূটস্থ নির্ব্বিকার অর্থাৎ একাগ্রচিত্ত হইয়া। ত্রিঃ—তিনবার, কার্ৎস্নেন—সাকল্য অর্থাৎ সমস্তবেদ। ব্রহ্ম—বেদ। অন্বীক্ষ্য বিচার করিয়া। যাহা হইতে আত্মা শ্রীহরিতে রতির আবির্ভাব হয়, সেই ভক্তিযোগ নামে যে বস্তু, তাহাই নিজ প্রজ্ঞাবলে নিশ্চয় করিয়াছিলেন। এস্থলে উপসংহারের অনুরোধে “আত্ম” শব্দ শ্রীহরিবাচক। নিরুক্তমতে অর্থাৎ অক্ষর সাম্যে অর্থ করিতে হয়, এই মতটি অবলম্বন করিয়া “আত্মা” শব্দে “আততত্বাৎ” অর্থাৎ ব্যাপক হেতু, মাতৃত্বাৎ অর্থাৎ ধারণপোষণহেতু, শ্রীহরিই পরমাত্মা। অথবা ভগবান্ স্বপ্রকাশ এবং সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন পরমেশ্বরও সর্ব্ববেদের অভিধেয় অর্থাৎ কর্ত্তব্যো-পদেশের সারার্থ আকর্ষণ লীলার জন্য সেই বেদে অন্য শাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণের শাস্ত্রার্থবিচার করিবার দৃষ্টি অনুকরণ করিয়া ইহাই নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, যে ভক্তিযোগ হইতে “আত্মনি” আপনাতে (শ্রীহরিতে) রতির উদয় হয়, সেইটিই সর্ব্ববেদের মুখ্য অভিধেয় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। এস্থলে